টেকসই সাক্ষরতা ও জীবন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে পারিবারিক সাক্ষারতার ধারণা সম্পৃক্তকরণ উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প।

তত্ত্বাবধানে:
জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, মাগুরা।

সহযোগিতায়:
ফেইথ ইন এ্যাকশন, মাগুরা।

সার্বিক নির্দেশনায় ঃ জেলা প্রশাসক, মাগুরা।

পারিবারিক সাক্ষরতা একটি সম্পূরক কর্মসুচি। যে কোন ধরণের শিক্ষা কর্মসূচিতে এবং পরিবারে এটি ব্যবহার করা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকাল বহির্ভূত সময়েও পারিবারিক সাক্ষরতা চালিয়ে যাওয়ার উপায় হিসেবে এ সংক্রান্ত কর্মসূচি বা প্রকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরিবারের অভ্যন্তরে আন্তঃপ্রজন্ম সাক্ষরতা চর্চা বয়স্কদের ও শিশুদের সকলকেই উপকৃত করে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় সকলের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধনও আরও দৃঢ় হয়।

পারিবারিক সাক্ষরতা কর্মসূচি কী?

পারিবারিক সাক্ষরতা কর্মসূচিসমূহ মূলত শিক্ষায় অভিগমনে সমন্বিত ও সামগ্রিকভাবে পরিচালিত কার্যাবলী, যেখানে পিতা-মাতা ও সন্তানদের বেড়ে ওঠা ও শিখন একসাথে চলে। অর্থাৎ দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্যেও চলে। পারিবারিক সাক্ষরতা একটি পরিবারের সাক্ষরতা, শিক্ষা সক্ষমতা ও চাহিদাকে বিবেচনায় এনে বয়স্কদের ও ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষায় অধিক হারে জড়িত করতে সচেষ্ট থাকে। এটি করা হয় এই বিশ্বাস থেকে যে শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের পিছনে বেশী প্রভাব বা ভূমিকা থাকে ঐ পরিবারের বয়স্কদের। আবার বয়স্করাও তাদের সাক্ষরতা চর্চা অব্যাহত রাখার সুযোগ পায়। এই কর্মসূচী পিতা-মাতা ও সন্তানদের সম্পর্কের মধ্যে যে পারস্পরিকতার বা মিথষ্ক্রিয়ার বিষয়টি রয়েছে তা সব সময়ই মূল্যায়ন ও অনুমোদন করে থাকে। পিতা-মাতা (বয়স্ক) ও শিশু উভয় তরফের কিছু কার্যাবলীর প্রস্তুতি গ্রহণে ও সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে যাতে এইরূপ পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে এবং পিতা-মাতা ও শিশু উভয়ই শিখনের জন্য উদ্বুদ্ধ হয় বা প্রয়োজন অনুভব করে। একটি পরিবারের শিক্ষার সুযোগ সমূহের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য প্রারম্ভিক শৈশবকালীন শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার মধ্যে একটা সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াও পারিবারিক সাক্ষরতা কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য।

মাগুরা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা তথ্য

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ২৭১ টি, সদ্য জাতীয়করণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ২৬৬ টি, মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ ২৫৫০ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু সংখ্যা (২০১৬)ঃ ২২২৪১০ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার (২০১৬)ঃ ৯৯% ঝরে পড়ার হার (২০১৫) ঃ ১৯.৫% প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার (২০১৫)ঃ ৯৮.৫% প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার (২০১৬)ঃ ৯৮.৫৩% অষ্টম শ্রেনি চালুকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ ৫ টি জাতীয় ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য তথ্যঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার, (২০১৬)ঃ ৯৭.৭% ঝরে পড়ার হার, (২০১৫) ঃ ২০.৯% প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার, (২০১৫)ঃ ৯৭.৯৩%।

মাগুরা জেলার সাক্ষরতা চিত্র (৭+)

(বাংলাদেশ- ৫১.৮) (২০১১ সালের শুমারী অনুযায়ী)
জেলাগুলোর মধ্যে সাক্ষরতায় মাগুরা জেলার অবস্থান ২৮ তম

জেলা/উপজেলার নাম	মোট (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
মাগুরা জেলা	৫০.৬	৫২.৯	৪৮.৫
সদর	৫২.৪	৫৪.৭	৫০.২
মহম্মদপুর	৪৭.৭	৪৯.২	৪৬.৩
শালিখা	৪৯.০	৫১.৮	৪৬.২
শ্রীপুর	৫১.৮	৫৪.২	৪৯.৫

প্রকল্প পরিচিতি ঃ

প্রকল্পের নাম ঃ টেকসই সাক্ষরতা ও জীবন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে পারিবারিক সাক্ষারতার ধারণা সম্পৃক্তকরণ উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ ফেইথ ইন এ্যাকশন

প্রকল্পের অধিক্ষেত্র ঃ মাগুরা জেলার ৪টি উপজেলা। যথাক্রমেঃ মহম্মদপুর, মাগুরা সদর, শ্রীপুর ও শালিখা।

টার্গেট গ্রুপঃ কর্ম এলাকার ১৫-৫৫ বছর বয়সের নিরক্ষর ও স্বল্প সাক্ষর স্বাবলম্বী দলের নারী সদস্য; যারা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের সদস্য।

উপকারভোগীর লক্ষমাত্রা ঃ কর্ম এলাকার ২০০০ জন নিরক্ষর ও স্বল্প সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন নারী।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষার আওতাভুক্ত শিক্ষার্থীদেরকে পারিবারিক সাক্ষরতা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এসডিজি-৪ এর মান সম্মত শিক্ষায় বর্ণিত সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরীর বিষয়টিতে অবদান রেখে টেকসই সাক্ষরতা অর্জন।

বাস্তবায়ন কৌশলঃ প্রকল্পটির মেয়াদ চার (৪) বছর। যেহেতু চার বছরে ৪টি ফেইজে ফেইথ ইন এ্যাকশন কর্তৃক মূল বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। সেহেতু এ কর্মসূচির সম্পূরক কার্যক্রম হিসেবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পে সীমিত ব্যয় ও বয়স্ক শিক্ষার বিদ্যমান জনবল ব্যবহার করে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় কারিকুলাম ও একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির শিক্ষকদের ৫ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণের সময় প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে শিক্ষকদেরকে ৫টি অধিবেশনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, মূল প্রশিক্ষণ থেকে প্রতিদিন আধা ঘন্টা সময় বাচিঁয়ে এবং অতিরিক্ত আধা ঘন্টা সময় যোগ করে প্রতিদিন একটি করে অধিবেশনে শিক্ষদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অতপরঃ শিক্ষকদের মাসিক সতেজীকরণ প্রশিক্ষণে প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে প্রথম ৫ মাসে ৫টি অধিবেশনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রথম ঘন্টা ফলোআপ এবং ২য় ঘন্টায় প্রকল্পের মূল প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে। কর্মশালার প্রণীত ও অনুমোদিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদেরকে পারিবারিক সাক্ষরতা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করবে। শিক্ষার্থীদেরকে সুনির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম যেমন; পড়া, লেখা, বিনোদন প্রভৃতির উপর কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা করবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করবে যা প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়নের আওতায় পরিচালিত হবে।

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ থেকে জুন ২০২২

অর্থের উৎস ঃ জেলা প্রশাসন, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ফেইথ ইন এ্যাকশন ও অন্যান্য এনজিও এবং দাতা সংস্থা।

গৃহিত কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

১. কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের খসড়া প্রনয়ণ করা হয়েছে।
২. লিফলেট, পোস্টার ও ফেস্টুন তৈরী।
৩. ব্রুশিয়ার তৈরী।
৪. মাঠ পর্যায়ে কর্মী প্রশিক্ষণ।
৫. শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াধীন।
৬. মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন।
৭. মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান।
৮. জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।
৯. বিভিন্ন উপকরণ ও মনিটরিং টুলস্ তৈরী প্রক্রিয়াধীন।

প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট ঃ বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে বয়স্ক শিক্ষায় অনেক প্রকল্প গ্রহন করা হয়। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও সাক্ষরতা ধরে রাখাসহ জীবন দক্ষতার অন্যান্য ধারণা ও অনুশীলন খুব দ্রুত ম্রিয়মান হয়ে যায়। ফলে শিক্ষা/সাক্ষরতা ও জীবন দক্ষতা টেকসই হয়না। এ সমস্যার একটা উল্লেখ্যযোগ্য দিক হলো পরিবারের একজনের শিক্ষা বা ধারণার সাথে অন্যজনের শিক্ষা বা ধারণা শেয়ার না করা। একসাথে বসে বা অন্যকোন কাজের সময় পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে শিখন প্রক্রিয়া বা শিখন বিষয়বস্তু আলাপচারিতার সুযোগ সৃষ্টি না করা। পারিবারিক শিক্ষার অভাব একটি পরিবারের শিক্ষা ও জীবন দক্ষতাকে উন্নত করার পরিবর্তে আরোও দূর্বল করে দেয়। এ ছাড়াও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রেম, ভালবাসা ও স্নেহের বন্ধনকেও যথেষ্ট মজবুত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটায়।

এ অবস্থার সমাধান কল্পে চলমান বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিতে পারিবারিক সাক্ষরতার ধারনা প্রয়োগ একটি সফল উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এটি এমন একটি ধারণা যার মাধ্যমে একটি পরিবার তার সদস্যদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সাক্ষরতা তথা শিক্ষা ও জীবন দক্ষতার অধিকতর উন্মেষ ঘটিয়ে পরিবারের তথা সমাজের অধিকতর কল্যাণ সাধন করতে পারে। যেমনঃ ১৫-৫৫ বছর বয়সী নিরক্ষর শিক্ষার্থীরা মূলতঃ মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। একটি কেন্দ্রে পিতা ও পুত্র বা মাতা ও কন্যা শিক্ষার্থী থাকতে পারেন। আবার ঐ পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য স্কুল/কলেজের শিক্ষার্থী থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে যদি ঐ পরিবারের স্কুল বা কলেজ পড়ুয়া সদস্য বয়স্ক শিক্ষার বই পড়ে তাহলে ঐ সদস্য জীবন দক্ষতার অনেক ধারণা পাবে যা তার পাঠ্য বইয়ে নেই। আবার সে ঐ বই পড়ার সময় পরিবারের যিনি কেন্দ্রের শিক্ষার্থী তাকে পড়তে ও বুঝতে সাহায্য করতে পারেন। একই রকমভাবে বয়স্ক শিক্ষার্থী পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে বই থেকে প্রাপ্ত জীবন দক্ষতার বিষয়গুলো বোঝাতে পারেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অধিকতর কনিষ্ঠ সদস্যকে বই পড়তে সাহায্য করতে পারেন। ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে সাক্ষরতার অনুশীলন ত্বরান্বিত হবে এবং পরিবারটি সমাজের তথা রাষ্ট্রের একটি অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রেম, ভালবাসা ও স্নেহের বন্ধন যথেষ্ট মজবুত হবে। সুতরাং পরিবার গুলো মধ্যে বিদ্যমান সাক্ষরতা চর্চা বহুগুন বাড়িয়ে দিতে এবং এ চর্চা অব্যাহত রেখে এসডিজি গোল ৪ এর মান সম্মত শিক্ষার বিষয়ে বর্নিত আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরী করার বিষটিতে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাওয়ার অভিপ্রায় এ প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

ফেইথ ইন এ্যাকশন

জনগণের ক্ষমতায়নে আমাদের প্রচেষ্টা

সহযোগি সংস্থার তথ্য:

ফেইথ ইন এ্যাকশন একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী ও অলাভজনক সেবা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। ফেইথ ইন এ্যাকশন-এর কাজ হলো ভালবাসা ও সহানুভূতির মাধ্যমে নৈতিকতা ও সততার উপর ভিত্তি করে টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়ন কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে জনগনের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং প্রকল্প চক্রের সকল স্তরে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণেরর মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার করে রূপান্তরিত ও পরিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

ব্যবহারিক বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম তথ্য:

স্বাবলম্বী দলের সদস্যদের অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার প্রয়াসে ও তারা যাতে পরনির্ভরশীল না থেকে নিজেদের দলের কাজ নিজেরাই করতে পারে সেই জন্য কর্ম এলাকায় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে এবং নিয়মিত তাদেও শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ২০ টি বয়স্ক স্কুল চলমান রয়েছে এবং এতে ৪০০ জন স্বাবলম্বী দলের নিরক্ষর সদস্য পড়ছে। ইতিমধ্যে কর্ম এলাকায় ৪৫ টি স্কুল সমাপ্ত করা হয়েছে যার মাধ্যমে ৯০০ জন সদস্য সুন্দর ভাবে তাদের কোর্স সম্পন্ন করেছে। আগামী ৫ বছরে ৪ ফেইজে আরো ১৬০০ জনকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে।